নিজের নাটকের মঞ্চায়ন দেখার জন্যে লেবেদেভের মন হয়তো সেদিন ময়ূরের মতো নেচে উঠেছিল। গুরু গোলোকনাথই দায়িত্ব নিলেন এ দেশের নট–নটী জোগাড় করে দেওয়ার। তখনকার গভর্নর স্যার জন শোর–এর কাছে নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলেও গেল। কিন্তু মঞ্চ পাওয়া গেল না। আজকাল একটা কথা কান পাতলেই শোনা যায়, মঞ্চ পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন লেবেদেভেরও একই অবস্থা হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর অনূদিত নাটকটি ক্যালকাটা থিয়েটারে অভিনীত হোক। আবেদনও করলেন কিন্তু অনুমতি পেলেন না। উপরন্তু সাহেবরা তাঁকে নানা উপহাস করলেন। বাংলা নাটক করা নিয়ে ব্যঙ্গ–বিদ্রূপ করলেন

প্রথম বাংলা থিয়েটারের স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ১৭৯৭ সালে। চোখের সামনে দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন গড়ার কারিগর। কিন্তু সত্যি কি বাঙালির মন থেকে থিয়েটারের স্বপ্ন মুছে গিয়েছিল সেদিন? বোধহয় না। বাংলা থিয়েটারের জয়জয়কার আজও অব্যাহত। কে তিনি?

'আজ যাহার কথা বলিব তিনি বাঙ্গালি নহেন, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোক নহেন, এমন কি ইংরেজ নহেন, তিনি রুষিয়ার লোক। হেরাসিম লেবেডেভ জাতিতে রুষ বটেন, কিন্তু ভারতের সহিত বিশেষত বাংলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। বাঙ্গালী কখনও তাঁহার নাম করে না — নাম বোধহয় জানেও না — কিন্তু বাঙ্গালার নাট্যমন্দিরের ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে তাঁহারই নাম সর্বাগ্রে করা কর্তব্য। কারণ বাঙ্গালার নাটক তিনিই সর্বপ্রথম লিখিয়াছিলেন এবং এদেশে রঙ্গমঞ্চ জিনিসটাও মনে হয় তাঁহারই হাতে প্রথম গড়িয়া উঠিয়াছিল।' (বানান অপরিবর্তিত) — এই তথ্য প্রথম বাঙালি সুধী সমাজের গোচরে আনেন সাহিত্য সমালোচক অমরেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ বাঙলার আদি নাট্যকার' শীর্ষক প্রবন্ধে। আর যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি হলেন গেরাসিম (মতান্তরে হেরাসিম) স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেভ। বাঙালির কাছে তিনি 'লেবেদেভ' নামেই সমধিক পরিচিত।

জন্মেছিলেন ভোলগা নদীর তীরে ইয়ারস্লাভল শহরে, ১৭৪৯ সালে। শহরটি মধ্যযুগ থেকেই বিখ্যাত ছিল। গির্জা, মঠ, ধর্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য, নাট্য সাহিত্য, নাট্যমঞ্চ ইত্যাদি নানা কারণে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত খ্যাতি ছিল শহরটির। তাঁর বাবার নাম স্তেপানোভিচ লেবেদেভ, মায়ের নাম পারাস্কোভিয়া লেবেদেভ। এক সম্ভ্রান্ত যাজক পরিবারের সন্তান তিনি। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। তবে একজন দক্ষ বেহালা বাদক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিলেন। আর দেশ–বিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে তিনি দেশ ছেড়েছিলেন। ভিয়েতনাম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ইংল্যান্ড ঘুরে তিনি পা রাখলেন ভারতের মাটিতে।

লেবেদেভের জাহাজ প্রথম ভিড়ল মাদ্রাজ বন্দরে। দিনটি ছিল ১৭৮৫ সালের ২৮ জুলাই। দেশ থেকে দেশান্তরে এসে বহাল তবিয়তে কাটালেন দু'বছর। বেহালা বাজিয়ে, সুর তুলে পেটের আগুন নেভানোর উদ্যোগ নিলেন। মাদ্রাজের সেই সময়ের মেয়র সিডেনহ্যামের সঙ্গে বার্ষিক দু'শো পাউন্ড চুক্তিতে সংগীতানুষ্ঠান করেন। মাদ্রাজে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নিতে থাকেন। অনেক গণ্যমান্যের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন সংস্কৃতির পীঠস্থান হল সুবে বাংলা। ফলে মাদ্রাজ শহরে আর মন টিকল না। মন পবনের নাও ভাসিয়ে চলে এলেন সোজা কলকাতায় — ভোলগা থেকে ভাগীরথী তীরে। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসাবশত সারস্বত সাধনার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। শিক্ষক হিসেবে বেছে নিলেন টোলের পণ্ডিত গোলোকনাথ দাসকে। যিনি শুধু বাংলা ভাষা নয়, হিন্দুস্থানি ভাষা, কথ্য ভাষা ও সংস্কৃত ভাষাতেও দক্ষ ছিলেন। লেবেদেভর সঙ্গে তাঁর চুক্তি হল যে তিনি শেখাবেন ভাষা আর লেবেদেভ শেখাবেন সুর — পাশ্চাত্য সংগীত। গোলোকনাথ কতখানি পাশ্চাত্য সংগীত শিখেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে গোলকনাথ দাসের শিক্ষায় লেবেদেভ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে শিখে নিলেন সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ও চলতি হিন্দুস্থানি ভাষা। ইংরেজ সাহেব — মেমদের বেহালা শিখিয়ে পেট চালাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে আয়োজন করতে লাগলেন নাচ–গানের অনুষ্ঠান।

'দি ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, ১৭৮৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর, সোমবার, ওল্ডকোর্ট হাউসে তিনি একটি কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হয়েছিল। টিকিটের মূল্য ছিল এক সোনার মোহর। কনসার্টের মাধ্যমে তিনি কলকাতাবাসীর মন জয় করে নিলেন। বেহালা বাজিয়ে, সাহেব–মেমদের বাজনা শিখিয়ে, কনসার্টের আয়োজন করে, হেসে খেলে তাঁর ভালোই চলছিল। যে সময়ে শহর কলকাতায় একটা মেষশাবক পাওয়া যেত মাত্র এক টাকায় কিংবা বারো পাউন্ড পাউরুটি, সেইসময় লেবেদেভের মাসিক আয় দাঁড়াল চারশো আট টাকা। অর্থাৎ ভবঘুরে মানুষটি বিত্তবান মানুষ হয়ে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় ঢুকল একটা নাট্যশালা গড়ে তুলতে হবে। বাংলা নাটকের নেশা চেপে বসল। একেই বলে খাচ্ছিল তাঁতি তাঁর বুনে, কাল হল তার এঁড়ে বাছুর কিনে।

তবে নাটকের নেশায় মেতেছিলেন বলেই আমরা পেলাম একটা রঙ্গমঞ্চ ও মৌলিক না হলেও একটি বাংলা নাটক।

লেবেদেভকে নাটক লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁর গুরু গোলোকনাথ দাস। তিনি 'ইংরেজি হইতে বাঙ্গালায় দুইটি নাটক তর্জমা' করার দায়িত্ব দিলেন স্নেহের ছাত্রটিকে। নাটক দু'টি হল ইংরেজ নাট্যকার রিচার্ড পল জড্রেলের 'দ্য ডিসগাইস' (The Disguise) এবং ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' (Love is the best Doctor)। প্রথম নাটকটির বাংলায় নামকরণ করেন 'কাল্পনিক সংবদল'। নাটকের পাত্রপাত্রীদের নাম এ দেশের নামে রূপান্তর করেছিলেন। যেমন ডন লুইস হয় ভোলানাথবাবু, বার্নার্জে হয় রামসন্তোষ, গার্ডা হয় তিনকড়ি ইত্যাদি। নাটকের স্থানও এদেশে পরিবর্তিত হয়েছে। মাদ্রিদ ও সেভিলে হওনে — এর স্থানে কলকাতা ও লখনউ হয়েছে। এই নাটকটি মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় নাটকটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। 'দ্য ডিসগাইস' নাটকের বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'তর্জমা শেষ হলে, আমি কিছু জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতের কাছে নাটকটা পাঠ করলাম। তাঁরা মন দিয়ে শুনলেন, খুঁটিয়ে খাটিয়ে দেখলেন, মজার সংলাপ কি ঘন আবেগের ক্ষেত্রেও আমার লেখা উতরে গেছে। নিজের পিঠ চাপড়ে বলছি না, কোনো ইউরোপবাসী কি বিদেশীর পক্ষে এমন তর্জমা বেশ অসম্ভবই লাগছিল তাঁদের। সত্যি বলতে কী, আমি এমন একজন গুরু পেয়েছিলাম বলেই না এমনটি সম্ভব হয়েছিল।' গুরুর প্রাপ্য সম্মান জানাতে তিনি দ্বিধা করেননি।

নিজের নাটকের মঞ্চায়ন দেখার জন্যে লেবেদেভের মন হয়তো সেদিন ময়ূরের মতো নেচে উঠেছিল। গুরু গোলোকনাথই দায়িত্ব নিলেন এদেশের নট–নটী জোগাড় করে দেওয়ার। তখনকার গভর্নর স্যার জন শোর–এর কাছে নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলেও গেল। কিন্তু মঞ্চ পাওয়া গেল না। আজকাল একটা কথা কান পাতলেই শোনা যায়, মঞ্চ পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন লেবেদেভেরও একই অবস্থা হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর অনূদিত নাটকটি ক্যালকাটা থিয়েটারে অভিনীত হোক। আবেদনও করলেন কিন্তু অনুমতি পেলেন না। উপরন্তু সাহেবরা তাঁকে নানা উপহাস করলেন। বাংলা নাটক করা নিয়ে ব্যঙ্গ–বিদ্রূপ করলেন। লেবেদেভও দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। হতাশ না হয়ে নিজেই একটা নতুন থিয়েটার হল তৈরি করতে উদ্যোগী হলেন। ক্যালকাটা থিয়েটারের কাছেই ২৫নং ডোমটোলায় (বর্তমানে এজরা স্ট্রিট) জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়ি ভাড়া নিলেন মাসিক ষাট টাকায়। তারিখটা ছিল ১৯৭৫–এর ১ জুন। এখানেই তিনি গড়ে তুললেন তাঁর স্বপ্নের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' (Benallie/Bengally)। সময় লেগেছিল তিন মাস। বাড়িটি ছিল দোতলা। একাধিক বৈঠকখানা ও গুদামঘর ছিল। সম্ভবত বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে খালি জমিতে তিনি মঞ্চটি গড়ে তোলেন। দোতলা মঞ্চটির দোতলায় তিনশো দর্শক বসার ব্যবস্থা হল। লেবেদেভ নিজেই স্থপতি, কাঠাম–মিস্ত্রি, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, জোগাড়ে ও অন্যান্যদের তদারককারি। তাঁর দিন–রাতের পরিশ্রম ও সাধনার ফসল 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। রঙ্গমঞ্চটি ইংরেজি ও রুশীয় রঙ্গালয়ের মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল। তিনি কিছুটা হলেও

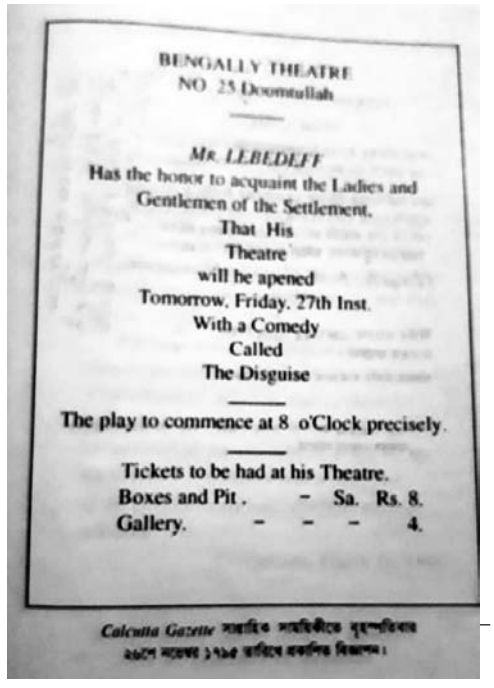
BENGALLY THEATRE
NO 25 Doomtullah

Mr. LEBEDEFF
Has the honor to acquaint the Ladies and Gentlemen of the Settlement, That His Theatre will be apened Tomorrow, Friday, 27th Inst. With a Comedy Called The Disguise

The play to commence at 8 o'Clock precisely.

Tickets to be had at his Theatre.
Boxes and Pit. – Sa. Rs. 8.
Gallery. – – – 4.

Calcutta Gazette